কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী যাঁহারা নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষত সেই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয়ও যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ, তাঁহারা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সহিত কালিদাসের কবিপ্রতিভার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সংস্কৃতসাহিত্য রবীন্দ্রনাথ আশৈশব অনুশীলন করিয়াছিলেন; উপনিষদের অধ্যাত্মসম্পদ্ তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন; রামায়ণ ও মহাভারত তাঁহার কবিমানসকে চিরদিন প্রভাবিত করিয়াছে; অমরু-কবির শৃঙ্গার-নিঃষ্যন্দী শ্লোকরাজি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে; বাণভট্টের কাদম্বরীকথার রচনাশৈলী ও চরিত্র-চিত্রণের উদাত্ত মহিমা ও সৌকুমার্য তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছে। এ সকলেরই সাক্ষ্য 'প্রাচীন সাহিত্য' ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলীর নানাস্থলে অবিস্মরণীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের একক কোন্ কবি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে, কোন্ কবির কাব্য তাঁহার কবিমানসকে প্রভাবিত করিয়াছে সর্বাধিক পরিমাণে—এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর 'কালিদাস'; এবং ভারতেতিহাসের কোন্ যুগের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক আগ্রহ সহকারে উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, এই প্রশ্নেরও একমাত্র উত্তর 'কালিদাসের যুগ'। ভারতের এই দুই মহনীয় কবির প্রতিভার মধ্যে পরস্পর সাজাত্য এ পর্যন্ত বহু সমালোচকের দৃষ্টিতেই ধরা দিয়াছে। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ নাই। তবে রবীন্দ্রনাথের ও কালিদাসের কাব্যসম্ভারের তুলনামূলক আলোচনার অবসরে যে কয়টি কথা প্রধানভাবে আমার মনে উদিত হইয়াছে, কেবল সেইগুলির প্রতি ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই আমার বক্তব্য সমাপন করিব।

২

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে অভিনন্দন গ্রন্থ তাঁহাকে অর্পণ করা হয়, তাহাতে বিশ্ববিশ্রুত ভারততত্ত্ববিদ্ মনীষী শ্রীশৈল কণ্ব (Sten Konow) কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে যে কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"It was an Indian poet who at last opened the eyes of the West. Through William Jones' translation of Kalidasa's Sukuntala Europe came to know something about India's soul,

Scanned by CamScanner

about the ideals, the aims, and the aspirations of the people of India. And this led to a koon interest in India, her history and civilization.

"It was, however, chiefly ancient India which attracted the interest of the West. Kalidasa was the poet, and the ancient seers and thinkers were the last and noblest product of India's genius.

"Even when modern Indians came to play a role in the spiritual development of the West, it was chiefly as interpreters of the wisdom of the past that they were greeted and admired.

"Then came the day when another Indian poet conquered the West. This time it was not one of bygone times, but one who lived and sang in modern India, whose tune was that of the Indian landscape, the Indian river, the Indian forest and the Indian village of today.

"Again the West listened, and marvelled. It found the same authentic beauty, the same sublime flight of thought as in Kalidasa's immortal works : the old spirit was still alive."[১]

বৈদেশিক মনীষী যথার্থই বলিয়াছেন। বৈদিক ঋষি-কবিগণকে বাদ দিলে, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষিদ্বয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে, কাব্যের ক্ষেত্রে সত্যই কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি-স্থানীয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি"।

৩

১২৯৭ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ২৯ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত তাঁহার বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতা রচনা করেন। ইহাই বোধ হয় মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার উদ্দেশে উদীয়মান কবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য।

ইংরেজ সমালোচক অধ্যাপক টমসন এই কবিতাটি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Scanned by CamScanner

"More significant still, the poem is his first tribute to Kalidasa. As Dante looked across the centuries and hailed Virgil as master, as Spenser overlooked two hundred years of poetical fumbling and claimed the succession to Chaucer, as Milton in his turn saluted his "dear master Spenser," so Rabindranath turned back to Kalidasa. After this, he is to pay such homage often, glad of every chance to acknowledge so dear an allegiance. This first tribute has the impressive charm of confidence. The poet, aged twenty-nine, knows that he is India's greatest poet since Kalidasa. If the dead know of such things, the great spirit honoured by this splendid tribute must have been gladdened."[৭]

সত্যই। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে অনেক কবিই কালিদাসের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অন্য একাধিক কবির বন্দনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা 'তটস্থতা' রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের যে স্তুতি, ইহার মূলে আছে 'তন্ময়ীভাব' বা complete identification। স্তবনীয় ও স্তুতিকার এখানে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই ইহার মধ্যে এমন একটি অপূর্ব মহিমা ও গাম্ভীর্য আছে, যাহা শুধু বেদের আধ্যাত্মিক আত্মস্তুতির মধ্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে।[৮]

৪

শেলি কবি কীটস্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন: "Keats was a Greek". রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও আমরা বলিতে পারি, তিনি ছিলেন কালিদাসের যুগেরই অধিবাসী। কুবেরপুরবাসী যক্ষের মতো তিনি তাঁহার কামনার মোক্ষধাম প্রাচীন উজ্জয়িনী হইতে যেন উনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল আগ্রহে বারংবার কালিদাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের নদী-গিরি-জনপদ, সামাজিক পরিবেশ, সভ্যতার দিকে গিয়াছে—

এই মতো মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে

হৃদয় ভাসিয়া চলে উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিনী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্যের আদি সৃষ্টি।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতায় কবির নির্বাসিত আত্মার করুণ বিচ্ছেদ-বেদনা অপূর্ব ভাষায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।[৪]

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের গম্ভীরমন্দ্রে 'সন্ধ্যারতি ধ্বনি', প্রিয়ার ভবন—

দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে।

উজ্জয়িনীর 'জনশূন্য পণ্যবীথি', 'নগর-গুঞ্জন-ক্ষান্ত নিস্তব্ধ' বসন্তসন্ধ্যা, প্রিয়া মালবিকার 'অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস'—এ সবই কবির পূর্ব পরিচিত। এ শুধু কালিদাসের মেঘদূতের বর্ণনার অনবদ্য ভাষান্তর নয়, এ যেন জাতিস্মর মহাকবির প্রত্যক্ষকল্প পূর্বস্মৃতি—

তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।

৫

এই 'জননান্তর-সৌহৃদ' রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে ফল্গুধারার ন্যায় নিরন্তর প্রবাহিত ছিল বলিয়াই, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির মর্মমূলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক টীকাকার, অনেক সহৃদয় সমালোচকই কালিদাসের কাব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার তুলনায় সে সকল কতই না অগভীর। আর সকল ব্যাখ্যা তাই যেখানে কালিদাস-কাব্যের বহিরঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথই শুধু সেখানে কালিদাসের কাব্য-লোকের অন্তঃপুরের মধ্যে অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করিতে সাহসী হইয়াছেন।

Scanned by CamScanner

সেই রহস্যময় অন্তঃপুরে 'দুর্বাখ্যা-বিষমূর্চ্ছিতা' কালিদাসভারতী রবীন্দ্রনাথের স্থির, সংযত প্রাতিভদৃষ্টির স্নিগ্ধ রশ্মিপাতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, আপনাকে নিঃশেষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—'জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।' রবীন্দ্রনাথ যেন কালিদাস-ভারতীকে সম্বোধন করিয়া বীণাবিনিন্দী কণ্ঠে বলিয়াছেন—

এনেছি শুধু বীণা—
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

কালিদাস-ভারতী তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চিনিতে পারিয়া জন্মান্তরলব্ধ প্রিয়-জনকে স্মিতহাস্যে বরণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন ঋতুসংহারের মূল সুরটি আর কেহ কি অনুরূপভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন? অসমাপ্ত 'কুমারসম্ভবে'র অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি 'যখন শুনালে কবি দেবদম্পতিরে কুমারসম্ভব গান'—এই চতুর্দশপদী কবিতার মধ্যে ফুটাইয়া তোলা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। 'মেঘদূতে'র বাণী কত বিচিত্রভাবেই না রবীন্দ্রনাথ আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন! নববর্ষার বিচিত্র সমারোহ ও অভিনব বাণী যাহা 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দে ঘনীভূত রহিয়াছে, তাহাকে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য কবিচিত্তের কি ব্যাকুল আগ্রহ! 'নববর্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন। প্রভুর অভিশাপেই এখানে আটকা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

"সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।...

"...এই জন্য কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।"[৫]

অনেকেই তো অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার মর্মকথা, মহাকবি

Scanned by CamScanner

গ্যেটের শকুন্তলা-প্রশস্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এমন অন্তর দিয়া আর কেহ কি উপলব্ধি করিয়াছেন?

"য়ুরোপের কবিকুলগুরু গ্যেটে একটি মাত্র শ্লোকে শকুন্তলার সমালোচনা লিখিয়াছেন, তিনি কাব্যকে খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন করেন নাই।...তিনি এক কথায় বলিয়াছিলেন, কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।

"...গ্যেটের এই শ্লোকটি আনন্দের অত্যুক্তি নহে, ইহা রসজ্ঞের বিচার। ইহার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। কবি বিশেষভাবেই বলিয়াছেন, শকুন্তলার মধ্যে একটি গম্ভীর পরিণতির ভাব আছে; সে পরিণতি, ফুল হইতে ফলে পরিণতি, মর্ত হইতে স্বর্গে পরিণতি, স্বভাব হইতে ধর্মে পরিণতি। মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে—পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য পর্যটন করিয়া উত্তরমেঘের অলকাপুরীর নিত্য-সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তেমনি শকুন্তলায় একটি পূর্ব-মিলন ও একটি উত্তর-মিলন আছে। প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তর-মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক।"

কালিদাসের সৃষ্ট চরিত্রের সহিত পরিপূর্ণ তন্ময়ীভাব না ঘটিলে কি রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিতা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করিতে পারিতেন?

কাব্যের উপাদান তো বিশ্বের চারিদিকে চিরকালই বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতে হয় লোকোত্তর প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাবের—যিনিই শুধু সেই সকল বিক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে সংহতির সূত্র আবিষ্কার করিয়া উহাদিগকে একটি অখণ্ড শিল্পাকারে গ্রথিত করিতে পারিবেন; সেইরূপ কাব্যের নিগূঢ় মর্ম আবিষ্কারের জন্যও প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয় প্রতিভাবান্ সমালোচকের, যাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে সৃষ্টির ঘনীভূত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"যুগের পর যুগ ধরে আকাশ ঘনঘটার আয়োজন করেই চলল—কবে মেঘের কবি আসবেন তারই আশায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী লণ্ডন শহরের উপরে কুহেলিকার মায়াজাল জমা হতেই রইলো—কবে হুইস্‌লার এসে তার মধ্যে থেকে আনন্দ পাবেন বলে। পাথর জমা হয়ে রইলো পাহাড়ে পাহাড়ে—এক ফিডিয়াস্, এক মাইলোস, এক বোঁদা, এক মেলট্রোডিফ ব্রেজেস্কা এমনি জানা এবং দেশের বিদেশের অজানা artistদের জন্য। মোগলবাদশার

রত্নভাণ্ডারে তিনপুরুষ ধরে জমা হতে লাগল মণিমাণিক্য সোনারূপা—এক রাজ-শিল্পীর ময়ূরসিংহাসন আর তাজের স্বপ্নকে নির্মিতি দেবে বলে। তেমনি যে আমরাও আয়োজন, চেষ্টা করছি, শিল্পের পাঠশালা, শিল্পের হাট, কারুছত্র, কলা-ভবন—এটা ওটা বসাচ্ছি সব সেই একটি আর্টিস্টের একটি রসিকের জন্য—সে হয়তো এসেছে কিম্বা আসবে।"[৬]

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্ত তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

এ শুধুই কবি ভবভূতির অভিমানোক্তি নহে, শিল্পসমালোচনার একটি পরম রহস্য ইহার মধ্যে প্রকাশমান।

মহাকবি কালিদাসের দূরাগত বাণীমূর্চ্ছনা সমানধর্মা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতেই অপূর্ব অনুরণন জাগাইয়াছিল।

৬

বস্তুত, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের এই পরস্পর সমধর্মিত্ব শুধু উভয়ের প্রতিভা ও অন্তর্জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। আমার দৃষ্টিতে উভয়ের বহির্জীবনেও এই সমধর্মিত্ব যেন সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান। দুইজনেই শৃঙ্গারী কবিগণের মূর্ধাভিষিক্ত—সেইজন্য দুইজনেরই কাব্যজগৎ রসময়।[৭]

রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন,

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

অথবা বসুন্ধরাকে উদ্দেশ করিয়া যেমন তিনি আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা-পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাসভরে। ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটিদেশ...

কালিদাসও সেইরূপ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের সপ্তম অঙ্ক স্বর্গ হইতে মর্তে অবতরণকালে মহারাজ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন— "অহো উদার-রমণীয়েয়ং

পৃথিবী।"

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের ন্যায় প্রকৃতিপ্রেমিক কবি যেমন দুর্লভ, আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে একক। বৎসরের আবর্তনশীল ঋতুচক্রের প্রতিটি ঋতু যেমন কালিদাসের লেখনীস্পর্শে অমরতা লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথও এই ঋতুচক্রের সৌন্দর্য ও মহিমা তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় ও বিশেষ করিয়া, ঋতুনাট্যগুলিতে অপূর্ব ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা যতই আলোচনা করিব, ততই উভয়ের অন্তর্লোকের ঘনিষ্ঠ গঠনসাম্য ও দৃগ্-ভঙ্গীর বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব আমাদিগকে বিস্মিত করিবে। কিন্তু বহির্জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সেখানেও আমরা দেখিব উভয়ের কবিজীবনের উপক্রম ও উপ-সংহারের মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে!

মহাকবি কালিদাসের কবিজীবনের সূত্রপাত যে সুখপ্রদ হয় নাই তাহা 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের প্রস্তাবনাতেই ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। ক্রমশ তিনি সহৃদয় পাঠকহৃদয়ে আপন আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু 'দিঙ্‌নাগের সুলহস্তাবলেপে'র বেদনাকর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগরূক ছিল বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই বিরোধিতার সাক্ষ্য সমসাময়িক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'কাব্য' শীর্ষক চতুর্দশপদী কবিতাটি শুধু যে মহাকবি কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়াই রচিত তাহা নহে, ইহা তাঁহার স্বকীয় জীবন সম্পর্কেও সমানভাবে সত্য—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ, যত,
আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো,
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা-ষড়্‌চক্র, আঘাত গোপন!
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি!
তবু সে-সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ-দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

জীবদ্দশায় কবিদ্বয় দেশবাসীর পূজা ও রাজ-সম্মান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু জীবন-সায়াহ্নে তাঁহারা উভয়েই এমন এক উন্নতস্তরে উঠিয়াছিলেন, যেখান হইতে এই উদার-রমণীয় পৃথিবীর সর্ববিধ আকর্ষণ, জনসাধারণের সর্বপ্রকার স্তুতিগান তাঁহাদের নিকট অর্থহীন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তাই কালিদাসের পরিণত সৃষ্টি 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলে'র ভরতবাক্যে যেমন গভীর নির্বেদ ও অনাসক্তির সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—

প্রবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতিমহতাং মহীয়্যতাম্।
মমাপি চ ক্ষপয়তু নীললোহিতঃ
পুনর্ভবং পরিগতশক্তিরাত্মভূঃ॥

সেইরূপ রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কবি-জীবনের প্রান্তে উপনীত হইয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

বৃথা বাক্য থাক্। তব দেহলিতে, শুনি, ঘণ্টা বাজে,
শেষ-প্রহরের ঘণ্টা; সেইসঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাঝে
শুনি, বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।
জীবনের স্মৃতিদীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে; দিনান্তের শেষ পলে
রবে মোর মৌন বীণা মূর্ছিয়া তোমার পদতলে।
—'জন্মদিন' : সেঁজুতি

প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের দুইজন শ্রেষ্ঠ মহাকবির বিদায়-বাণীও যেন একই সুরে গ্রথিত!

পরিশেষে, মনস্বী সমালোচক শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের একটি উক্তি উদ্ধার করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপন করিতে চাই—

"রবীন্দ্রনাথের কাব্য ভারতবর্ষের কাব্য-সৃষ্টির ধারায় সংস্কৃত কাব্যের পরম গৌরবের যুগের সঙ্গেই একমাত্র নিজেকে মেলাতে পারে। তাঁর কাব্য সেইজন্য তাঁকেই স্মরণ করায় যিনি রবীন্দ্রনাথের অপরূপ কল্পনায় উজ্জয়িনীর রাজ-কবি

ছিলেন না, কৈলাসের প্রাঙ্গণে মহেশ্বরের আপন কবি ছিলেন; যাঁর কাব্য-পাঠের শেষে নিজের কান থেকে বর্হ খুলে গৌরী কবির চূড়ায় পরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন।" ৮

১ Sten Konow : *Rabindranath Tagore* (The Golden Book of Tagore, Calcutta 1931, p. 136).

২ Edward Thompson : *Rabindranath Tagore—Poet & Dramatist* (Oxford University Press, 1926), p. 74.

৩ এই প্রসঙ্গে মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলীর অন্তর্গত 'মেঘদূত' ও 'কালিদাস' কবিতাদ্বয় তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত ও কালিদাসের উদ্দেশে অন্যান্য কবিতার সহিত এই দুইটি কবিতা মিলাইয়া পড়িলে আমাদের উপরিউক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

৪ 'শ্যামলী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতাটির সহিত 'কল্পনা'র অন্তর্গত 'স্বপ্ন' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্য আছে বটে। এক বর্ণগন্ধপরিত শ্রাবণ-নিশীথে বাংলার বৈষ্ণব কবিদের বিস্মৃতপ্রায় কল্পলোকে কবি মানসযাত্রা করিয়াছেন—

শ্রাবণের রাত্রে এমনি করেই বয়েছে সেদিন
বাদলের হাওয়া,
মিল রয়ে গেছে
সেকালের স্বপ্নে আর একালের স্বপ্নে।

কিন্তু নামগত সাদৃশ্য ও ভাবগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও সহৃদয় পাঠকের কাছে দুইটি কবিতার স্বাদ কতই না ভিন্ন। উজ্জয়িনীর প্রতি কবির যেন হৃদয়ের টান,—'হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরম্'—বৈষ্ণব কবির জগৎ যেন শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য! এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—

It is the custom in Bengal to call him a disciple of the Vaishnava poets which is as if we called Milton a disciple of Sylvester or Du Bartas. "The influence of the Vaishnava is more apparent," says Mr. Mahalanabis, "since it is an influence on the form, while Kalidasa's is one on the spirit of his poetry ; but the influence of the latter is far deeper."—Edward Thompson : *Rabindranath Tagore*, p. 306.

৫ 'মেঘদূতের' উক্ত ব্যাখ্যায় হয়তো আমাদের সকলের সম্মতি না থাকিতে পারে, অনেকের কাছে উহা mystic বলিয়া মনে হইতেও পারে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও ঐ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলিয়া মনে হয়—কেননা 'চিত্রা'র 'শীতে ও বসন্তে' কবিতায় তিনি পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন—

Scanned by CamScanner